রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৮০২ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭৯৮]

৩/ পোষাক-পরিচ্ছদ (كتـــاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ ১১৯: জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরহংকারে তা ঝুলানো অপছন্দনীয়

(119) بَابُ صِفَةِ طُوْلِ الْقَمِيْصِ وَالْكُمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيْمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ عَلٰى سَبِيْلِ الْخُيَلَاءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءِ

আরবী

وعن قَيسِ بن بشرٍ التَّغْلبيِّ قال: أَخْبَرنى أبي وكان جليساً لأبي الدَّرداءِ قال: كان بِدِمشقَ رَجُلٌ من أَصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له سهلُ ابنُ الحنظَلِيَّةِ، وكان رجُلاً مُتوحِّداً قلَّمَا يُجالسُ النَّاسَ، إنَّمَا هو صلاةٌ، فَإذا فرغَ فَإنَّمَا هو تسبيح وتكبيرٌ حتى يأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا ونَحنُ عِندَ أبي الدَّرداءِ، فقال له أَبو الدَّرداءِ: كَلِمةً تَنْفعُنَا ولا تضرُّكَ، . قال: بَعثَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سريَّةً فَقدِمَتْ، فَجاءَ رَجُلٌ مِنهم فَجلَسَ في المَجْلِس الذي يَجلِسُ فِيهِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال لرجُلٍ إِلى جَنْبهِ: لَوْ رَأَيتنا حِينَ التقَيْنَا نَحنُ والعدُو، فَحمَل فلانٌ فَطَعَنَ، فقال: خُذْهَا مِنّي . وأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرى في قوْلِهِ ؟ قال: مَا أَرَاهُ إلا قدْ بَطَلَ أَجرُهُ . فسَمِعَ بِذلكَ آخَرُ فقال: مَا أَرَى بِذَلَكَ بأْساً، فَتَنَازعا حَتى سَمِعَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: سُبْحان اللهِ ؟ لا بَأْس أَن يُؤْجَرَ ويُحْمَد فَرَأَيْتُ أَبا الدَّرْداءِ سُرَّ بِذلكَ، وجعلَ يَرْفَعُ رأْسَه إِلَيهِ وَيَقُولُ: أَأَنتَ سمِعْتَ ذَلكَ مِنْ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم،؟ فيقول: نعَمْ، فما زال يعِيدُ عَلَيْهِ حتى إِنّى لأَقولُ لَيبركُنَّ على ركْبَتَيْهِ .
قال: فَمرَّ بِنَا يَوماً آخرَ، فقال له أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تنفعُنَا ولا تَضرُّكَ، قال: قال لَنَا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِ كالبَاسِطِ يَدَهُ بالصَّدَقة لا يَقْبِضُهَا . ثم مرَّ بِنَا يوماً آخر، فقال له أَبو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفعُنَا وَلا تضرُّكَ، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: نعمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَديُّ، لولا طُولُ جُمته وَإِسْبَالُ إِزارِه فبلَغَ

ذلك خُرَيماً، فَعجَّلَ فَأَخذَ شَفرَةً فَقطَعَ بها جُمتَهُ إِلى أُذنيْه، ورفعَ إِزَارَهُ إِلى أَنْصَافِ سَاقَيْه . ثُمَّ مَرَّ بنَا يَوْماً آخَرَ فقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمةً تَنْفَعُنَا ولاَ تَضُرُّكَ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: إِنَّكُمْ قَادمُونَ عَلى إِخْوانِكُمْ . فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وأَصْلحوا لِبَاسَكُمْ حتى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَة في النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُش . رواهُ أَبو داود بإِسنادٍ حسنٍ، إِلاَّ قَيْسَ بن بشر، فاخْتَلَفُوا في توْثِيقِهِ وتَضْعفيه، وقد روى له مسلم .

বাংলা

৯/৮০২। কাইস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (রাহঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি (বিশর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী দামিশকে ছিলেন। তাকে বলা হতো সাহল ইবনু হানযালিয়্যা। তিনি একাকিত্বকে বেশি পছন্দ করতেন, লোকদের সাথে খুব কমই উঠাবসা করতেন, অধিকাংশ সময় সালাতেই কাটিয়ে দিতেন, সালাত থেকে অবসর হয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাসবীহ্ ও তাকবীরে মগ্ন থাকতেন।

(একদিন) তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন আমরা আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু-এর কাছে ছিলাম। আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু তাকে বললেন, আমাদেরকে এমন কোন কথা বলে দিন, যা আমাদের উপকার দিবে আর আপনারও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাহিনী ফিরে আসার পর তাদের একজন ঐ মাজলিশে এসে বসে পড়লো যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসা ছিলেন।

তার পাশে বসা লোকটিকে আগন্তুক লোকটি বললো, তুমি যদি আমাদেরকে তখন দেখতে জিহাদের ময়দানে আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলাম, বর্শা উঁচিয়ে অমুক (কাফির) আক্রমণ করলো এবং আঘাত হানলো। উত্তরে (আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের যুবক। তার এই বক্তব্য বিষয়ে আপনি কী বলেন? লোকটি বললো, আমার মতে (অহংকারের কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা আরেকজন শুনে বললো, এতে তো আমি কোন দোষ দেখি না।

তারা বিতর্কে লিপ্ত হলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা শুনে ফেলেন। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোন দোষ নেই, সে (আখেরাতে) পুরস্কৃত হবে এবং (ইহকালে) প্রশংসিত হবে। কাইস ইবনু বিশর বলেন, আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু কে আমি দেখলাম যে, এতে তিনি খুশি হয়েছেন এবং তাঁর দিকে নিজের মাথা উঠিয়ে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একথা শুনেছেন কি? ইবনু হানযালিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু এই কথাটি বারবার ইবনু হানযালিয়্যার সামনে বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি বলেই ফেললাম, আপনি কি ইবনু হানযালিয়্যার হাঁটুর

উপর চড়ে বসতে চান?[1]

বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা আরেকদিন আমাদের কাছে গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য যা আমাদের উপকার দেবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয় করা সেই সদকা সমতুল্য যে সদকা করে হাত সংকুচিত করা হয় নি।

তারপর তিনি অপরদিন আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য, যা আমাদের উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “খুরাইম আল-আসাদী কতইনা ভালো লোক, যদি না তার মাথার চুল খুব লম্বা হতো, আর যদি না তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে না যেত”। কথাটি খুরাইমের কাছে পৌঁছলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুরি নিয়ে তার মাথার লম্বা চুল কানের মাঝ বরাবর কেটে ফেললেন, আর তাঁর লুঙ্গিকে নলার মাঝখান পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন।

তারপর আরেকদিন আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা রা. তাকে বললেন, একটি বাক্য যা আমাদেরকে উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাচ্ছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের বাহনগুলোকে ঠিক করে নাও, তোমাদের পরিধেয় বস্ত্রগুলো এমনভাবে ঠিক করে নাও যাতে করে তোমাদেরকে মানুষের মাঝে মনে হবে তেমন যেমন তিলের দাগ। কেননা, আল্লাহ তা’আলা অশ্লীলতা করা ও বলা কোনোটাই পছন্দ করেন না।’ আবূ দাউদ হাদীসটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেন, তবে কাইস ইবন বিশর ব্যতীত; কারণ তার গ্রহণযোগ্যতা কিংবা দুর্বলতা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও ইমাম মুসলিম তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

English

(119) Chapter: The Description of the Length of the Qamees' Sleeves, the End of the Turban, and Prohibition of Wearing Long Garments Out of Pride and Undesirability of Wearing Them Without Pride

Qais bin Bishr At-Taghlibi reported that his father, who attended the company of 'Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) told him:
There was a man in Damascus who was a Companion of the Messenger of Allah (ﷺ). He was called Ibn Al-Hanzaliyyah. He was a lonesome person and would rarely spend some time in the company of people. He would spend most of his time in performing Salat and when he finished, he would engage himself in Tasbih (Subhan-Allah) and Takbir (Allahu Akbar), till he would go home. He passed by us one day when we were sitting with Abud-Darda' (May Allah be pleased with him). The latter said to him: "Tell us something which will benefit for us and will not harm you." He said: "Messenger of Allah (ﷺ) sent a detachment. When they returned, one of them came to the

assemblage in which Messenger of Allah (ﷺ) was present and said to his neighbour during the conversation: 'I wish you had seen us when we encountered the enemy. So-and-so (a believer) took up his spear, struck and said: Take this from me and I am the Ghifari boy. Now what do you think of this?' The neighbour said: 'I think that he lost his reward because of boasting.' He said: 'I see no harm in it.' They began to exchange arguments till Messenger of Allah (ﷺ) heard them and said, 'Subhan-Allah (Allah is free from every imperfection). He would be rewarded (in the Hereafter) and praised (in this world)'. I noticed that Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) felt a great pleasure at this remark and, raising his head began to repeat: "Have you heard Messenger of Allah (ﷺ) say this!" Ibn Al-Hanzaliyyah (May Allah be pleased with him) continued responding till I asked Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) not to annoy him.

Ibn Al-Hanzaliyyah (May Allah be pleased with him) happened to pass by us another day and Abud-Darda' said to him: "Tell us something which will benefit us and will not harm you." He said: "The Messenger of Allah (ﷺ) told us, 'He who spends to purchase a horse (for Jihad) is like one who extends his hand for spending out of charity without withholding it."'

He passed by us another day and Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) said to him: "Tell us something which might benefit us, and will not harm you." He said: "The Messenger of Allah (ﷺ) once said, 'Khuraim Al-Usaidi is an excellent man were it not of his long hair and his lower garment which is hanging down.' When Khuraim heard about what the Prophet had said about him, he trimmed his long hair up to his ears with a knife and raised his lower garment half way on his shanks."

On another occasion he passed by us and Abud-Darda' (May Allah be pleased with him) said to him: "Tell us something that will benefit us and will not harm you." He said that he heard Messenger of Allah (ﷺ) say, while coming back from an expedition: "You are returning to your brothers, so set your saddles and clothes in order so that you look tidy and graceful. Allah hates untidiness."

[Abu Dawud].

Commentary: This Hadith talks about six points. First, a war cry expressive of one's chivalrous deeds and designed to intimidate the enemy is permissible. Second, it is not an impeachable act and will be rewarded by

Allah if it is done with a good intention. Third, hair should be grown either up to the earlobes or up to the neck-end as was the Prophet's practice. The Prophet (PBUH) disapproved the long hair upon the shoulders. Fourth, on return from a journey, a man is advised to clean up his appearance and dust-covered clothes; due to the fatigue and dust of journey, he may appear untidy and out of shape. With his ruffled hair and run-down face, whether intentional or unintentional, he will perhaps give a depressive impression to his wife and children and other family members to the displeasure of Allah. Fifth, we may sympathetically allude to the minor shortcomings of a person in his absence for the sake of his moral uplifting. This will not be considered as backbiting. Messenger of Allah (PBUH) talked about Khuraim Al-Usaidi (May Allah be pleased with him) in the same spirit. Sixth, indecency which means something ugly and disgraceful is taken here in an untidy and dishevelled sense which is against aesthetic principles.

ফুটনোট

[1] আবূ দাউদ (৪০৮৯) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কায়েস ইবনু বিশ্র নির্ভরযোগ্য নাকি দুর্বল? এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেছেন। আর তার থেকে ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (আলবানী) বলছিঃ সুস্পষ্টভাবে কেউ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন দেখছি না। তবে হাদীসটির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার পিতা থেকে। কারণ তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। দেখুন ‘‘ইরওয়াউল গালীল’’ (২১২৩)। হাফিয যাহাবী ‘‘আলমীযান’’ গ্রন্থে কায়েস ইবনু বিশর এবং তার পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তাদের দু’জনকেই চেনা যায় না।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ কায়িস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=23834

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন